

সাইয়িদ কুতুব ও কারদাবিঃ ইখওয়ান কার মানহাজের অনুসারী?

তারিক আব্দুল হালিম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম)- এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথীবর্গ ও বন্ধুদের উপর। অতঃপর-

শাইখ ইউসুফ কারদাবি এই সময়ের একজন প্রসিদ্ধ আলেম। বর্তমান যুগে ইলম ও দা'ওয়াহর ময়দানে যার সম্মানিত অবস্থান আছে। বিশেষ করে শাইখ আহমদ শাকির এবং তাঁর আগে শাইখ শানকৃতী, শাইখ দাওসারী ও অন্যান্য বড়ো বড়ো আলেমগণের ইন্তেকালের পর। তবে অন্যান্য ওলামাদের মতোই শাইখ কারদাবি তাঁর ইলমী প্রেক্ষাপট ও যে প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন, তা দ্বারা প্রভাবিত। একারনে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীন এর রাজনৈতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। তার চিন্তা-চেতনা, মন-মস্তিষ্কে ও সর্বোপরি তার মধ্যে মোটামুটি পর্যায়ের ইরজায়ী আকীদাহ প্রবেশে এই প্রেক্ষাপট ও পরিবেশের বিরাট প্রভাব রয়েছে। আমরা শাইখ কারদাবির পক্ষে-বিপক্ষে সবিস্তারে কোন আলোচনা করতে চাছি না। তার যেমন অনেক ভালো কাজ ও মর্যাদা আছে, তেমনিভাবে অনেক ক্রটি-বিচুতিও আছে। যেই ক্রটি-বিচুতিগুলোর মধ্যে সর্বশেষ আমরা যেটি দেখতে পাই, সেটি হল বিদেশে অবস্থানকারীদের বেলায় তাদের বসবাসের বাড়ি/ফ্লাট খরিদের জন্য সুদি ঝান গ্রহনকে বৈধতা প্রদান। এছাড়াও অনেক হারাম বিষয়ে তার ছাড় বা অনুমোদন প্রদান তো আছেই। দীর্ঘদিন ধরেই এমনটা চলছে। তিনি ইসলামে "আল-হালাল ওয়াল হালাল" নামক এক কিতাবও রচনা করেছেন! তার এরকম পরিণতি অস্বাভাবিক কিছু না, কারণ যারা জনসাধারণের রাহে টিভির পর্দায় আসা যাওয়া করে, যারা সাধারণ লোকজনদের জন্য মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় এবং সাধারণ জনগনের সন্তুষ্টির নিমিত্তেই ফতোয়া প্রদান করে, এটা সেসব ব্যক্তিদের অনিবার্য পরিণতি! এই ধরণের ব্যক্তিরা এই আশা লালন করে থাকেন যে, জনগন তাদের ফতোয়া সাদরে গ্রহণ করব আবার সরকারও সন্তুষ্ট হোক! আর এটা এমন এক বাস্তবতা, যা কারদাবি নিজেও স্বীকার করবেন যখন তিনি ঐসব বড় বড় আলেমদের সাথে নিজের অবস্থা তুলনা করবেন, যাঁরা এ ধরণের ছাড় বা অনুমোদন দেয়া থেকে সতর্কতার সাথে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখেন। যেমন প্রসিদ্ধ ফকীহ, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, কাতারের 'মাজমাউল ফিকুহিল ইসলামী' তে স্বয়ং কারদাবির গুরু শাইখ আলী আস-সালুস।

ইউসুফ কারদাবি যেসব বিষয়ের সমালোচনার দায়িত্ব নিজের কাথে তুলে নিয়েছেন, তার একটি হল সাইয়িদ কুতুব রাহিমাহ্লাহর চিন্তাধারা। এক্ষত্রে তিনি সাইয়িদ কুতুবের চিন্তাধারাকে শুধুমাত্র ইখওয়ানী ও ইরজায়ী আকীদাহর উপর ভর করে সমালোচনা করেছেন। এজন্য তার এই কথাগুলোকে ইরজায়ী আকীদার ইলমশূন্য শিষ্য, ভক্ত, অপরিপক্ষ দাঙ্গি ও ইরজাগ্রস্ত রোগীরা লুফে নিয়েছে! (আল্লাহ তাকে এদের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে রাখুন)। শুধু তাই নয়, এরা তার কথাগুলোকে জনসম্মুখে ও বিভিন্ন মিডিয়ার

মাধ্যমে দেদারসে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। যার ফলে লোকেরা এগুলো পড়ছে এবং এগুলোতে শাইখ কারদাবির নাম দেখে খুবই অনায়াসে তা সত্যায়ন করছে! যেহেতু আমাদের বর্তমান যুগে শাইখ কারদাবির একটা অবস্থান তৈরি হয়ে গেছে এবং তার কথাগুলোর উপর ইলমী সমালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এর আকাল পড়ে গেছে! অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমান যুগে তাওহীদকে বুবাতে ও তাওহীদের হককে সঠিকভাবে আদায় করতে যারা সচেষ্ট হয়েছেন সেসব নির্ভেজাল আলেমদের মধ্যে সাইয়িদ কুতুব রাহিমাহল্লাহ অন্যতম। আর এক্ষেত্রে তিনি সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদী¹, শাইখ দাওসারী ও অন্যান্য এমনসব বড়ো বড়ো আহলে সুন্নাহর আলেমদের সহচর, যাঁদেরকে আল্লাহ এধরণের ইরজায়ী আকুন্দাহর জীবাণু থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা এই জীবাণু থেকে বাঁচিয়েছিলেন তাঁদেরও পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী এবং তাঁরও আগে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর পত্তিগন, যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনে কুইয়িম আল-জাওয়িয়াহ, ইবনে কাসীর, ইবনে রজব হাস্বলী এবং তাঁদেরও পূর্বে খাইরুল কুরুনের আলেমগণকে।

আবার আমরা এটাও স্বীকার করি যে, সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রাহিমাহল্লাহ) কিছু ক্ষেত্রে সত্যের গাঁথিকে অতিক্রম করে গেছেন। আর তা হয়েছে হয়তোবা তিনি একজন সাহিত্যিক হওয়ার কারণে। কেননা সাহিত্যিকদের কাছে অর্থের চেয়ে শব্দ বেশি গুরুত্ব পায়।

যদিও ঐ শব্দ উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হয়। অথবা তা হয়েছে তার কুরআনুল কারীমের কতিপয় আয়াতের সঠিক অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে। যেমন আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত কতিপয় আয়াতের মধ্যে তাঁর উল্লেখিত টিকা-টিপ্পনীর মাবে।

'প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কথা গ্রহণযোগ্য আর কিছু কথা পরিত্যাজ্য; কোন মানুষেরই সব কথা গ্রহণীয় নয়, রওজা মোবারকে শায়িত রাসুল সা. এর কথা ব্যতীত'- এই কথার উপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে এবং আমরা এর সত্যায়ন করি। আমাদের এই দাবীর সমর্থনে অচিরেই সাইয়িদ কুতুব রাহিমাহল্লাহর ভুলগুলোর ব্যাপারে লিখনী প্রকাশ করব। আর এভাবেই আমরা কারদাবি, আলবানী ও তাঁদের অনুসারী আলেমগন, যাঁরা বাহ্যিকভাবে ইনসাফ ও তাকলীদহীনতার দাবী করেন; অথচ বাস্তবে তাঁরা করেন না- তাদের বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখাবো। আর যেটুকু সময় মিলেছে, সে সময়েই আমি এই ছেট্ট পরিসরে সাইয়িদ কুতুব রহ. এর চিন্তাধারার ব্যাপারে শাইখ কারদাবির একটি রচনার উপর কিছু কথা সংযোজন করেছি। ইনশাআল্লাহ সময় সুযোগ হলে এ ব্যাপারে আবারও কিছু লিখার চেষ্টা করব।

কারদাবি বলেছেন-

"এই সময়ে সাইয়িদ কুতুব ইখওয়ানের পাশ দ্বেষতে শুরু করলেন। নিজ চোখে তিনি ইখওয়ানীদের উদ্যম-তৎপরতা, দায়িত্বসচেতনতা, তাদের মধ্যকার মজবুত সম্পর্ক, গভীর ভ্রাতৃত্ব, তাদের অনেকের সূক্ষ্ম জ্ঞান-বুদ্ধি, সূক্ষ্ম অনুভূতি দেখতে পেলেন। আর ইখওয়ানের প্রধান গুরু উস্তাদ হাসান হৃদাইবী (১৮৯১-১৯৭৩) তাঁকে সফরের সময় সাথে রাখতেন যেন তিনি নিজ চোখে দেখেন। স্বীয় কানে শুনেন। অতঃপর বিবেক দ্বারা বিচার করেন এবং নিজের জন্য এই দলকে নির্বাচন করে নেন। এরপর সাইয়িদ কুতুব রহ. তাঁর পরিপূর্ণ ইচ্ছার সাথে ইখওয়ানের রাজনীতিতে যোগ দেয়াকে নির্বাচন করলেন। অবশ্য পরবর্তীতে আন্দোলনের কর্মাদের ব্যাপারে তাঁর ধারনা ভুল প্রমাণিত হয়। যাদের মাবে তিনি অনেক আশা ও স্বপ্নের বীজ বুনন করে ফেলেছিলেন! কিন্তু অবশ্যে সেই আশা ও স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, যেমন প্রেমিক কবির স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল। কবি বলেন-

যেমন নাকি আমি পানিকে মুষ্টিতে ধারণ করলাম পুরো রাতভর,

কিন্তু আমার সাথে প্রতারনা করল আমার আঙুলেরই ফাঁকফোকর!

এখন আমি প্রথম অংশে সাইয়িদ কুতুব, সাইয়িদ কুতুবের ইখওয়ানের রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তি, দলের দাওয়াহ প্রকাশনা বিভাগের প্রধান পদ গ্রহণ ও ইখওয়ানের মুখ্যপত্র ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব নেয়া এবং ইখওয়ানীদের সাথে তাঁর মামলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও তাদের সাথে তাঁরও দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে যে আলোচনা করেছি- সেইসব বিষয়ের প্রতি পাঠকদের মনযোগ ফেরাতে চাই।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাইয়িদ কুতুব একজন অনন্য সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও এবং তখনও ইসলামকে তাঁর জীবনের লক্ষ্যস্থল হিসেবে গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ইসলামের বাস্তবতা-প্রকৃতি ও মহত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের উপর তাঁর চক্ষুদ্বয় প্রস্ফুটিত হওয়ার পর তিনি আস্তে আস্তে তাঁর পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেন। তাঁর এই পরিবর্তনটা ছিল ধীরগতিতে। ক্ষমাযোগ্য রূপে। আর তখনকার সময়ে আরবের আঙিনায় ইখওয়ানুল মুসলিমীনই ছিল একমাত্র বিকল্প রাজনৈতিক দল, যে দল জনসমূহে ইসলামকে উপস্থাপন করত। এতে ইখওয়ানের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ চাই সবগুলোই সঠিক হোক বা বেশিরভাগ অথবা অনেক বাড়াবাঢ়ি থাক, যা তিনি দূর থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ইসলামের ব্যাপারে গভীর পাস্তি অর্জন করলেন এবং তাওহীদের সঠিক অর্থকে অনুধাবন করলেন, তখন তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের রাজনীতি থেকে নিজেকে আলগা করে নেয়াকেই নিজের জন্য বেছে নিলেন। আর দ্বিনি ভাই শাইখ ইউসুফ কারদাবি এটা চিত্রিত করছেন এমনভাবে যে, "সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহ. ইখওয়ানে যোগদান ও তাদের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জিহাদি কার্যক্রমের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছার পর পিছু হটে যান এবং ইখওয়ান ত্যাগ করেন। আর তার ইখওয়ান ত্যাগের কারণ তার পক্ষ থেকে চিন্তা-চেতনায় একটি অসন্তুষ্টজনক পরিবর্তন, যে চিন্তা-চেতনা তাঁকে তাকফীর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়!" এবং এই কথা ছাড়া আরও অনেক ফালতু কথা, যা আমি অঠিবেই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। অথচ প্রকৃত সত্য হল যে, সাইয়িদ কুতুব রহ. ইখওয়ানে যোগদান করেছিলেন তাঁর উন্নত চিন্তাধারার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে। তদুপরি সেখানে ইখওয়ানের বিকল্প দ্বিতীয় কোন ইসলামিক দল ছিল না। অতঃপর ধীরে ধীরে তাঁর চিন্তাধারা আরও উন্নতি লাভ করতে থাকে, একসময় তিনি তাঁর উন্নত চিন্তাধারার মাধ্যমে ইখওয়ানের আকৃদাগত ক্রটি ও ইরজায়ী দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পান, ফলে তিনি নিজেকে ইখওয়ানের রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নেন এবং ইখওয়ানকে পরিত্যাগ করে নতুন আরেকটি উন্নত চিন্তাধারায় গিয়ে পৌঁছেন- যা আমি অঠিবেই আলোচনা করব। সুতরাং সাইয়িদ কুতুব রহ. চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ধারাবাহিকভাবে নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ে আরোহন করতে থাকেন। ক্রমশ উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছতে থাকেন। কিন্তু এভাবে নয়, যেভাবে কারদাবি চিত্রিত করছেন যে, সাইয়িদ কুতুব চিন্তাগত দিক দিয়ে প্রথমে নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ে আরোহন করেন, অতঃপর সেই উচ্চ পর্যায় থেকে থেকে পূনরায় নিম্ন পর্যায়ে চলে আসেন!

কারদাবি বলেছেন-

"এটা হল নতুন এক ধাপ, যেখায় এসে সাইয়িদ কুতুবের আদর্শ আরো অগ্রসর হয়। এটাকে আমরা 'ইসলামী বিপ্লবের ধাপ' নাম দিতে পারি। অর্থাৎ প্রত্যেক ইসলামী সরকার বা যারা নিজেদের সরকার ব্যবস্থাকে ইসলামী দাবি করে, তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব। এই বিপ্লব প্রতিটি ইসলামী সমাজ বা যারা তাদের সমাজকে ইসলামী সমাজ দাবি করে সেগুলোর বিরুদ্ধে বিপ্লব। প্রকৃত সত্য হল যে, সাইয়িদ কুতুবের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পৃথিবীর সব সমাজই জাহিলী সমাজ।

এই বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা গঠিত হয়েছে তাঁর আশেপাশে লোকজন ও তাঁর পরিবেশের জন্য। এই বিপ্লব সমাজকে সমূলে তাকফীর করে! সাধারণভাবে সব মানুষকেই তাকফীর করে।"

সুবহানাল্লাহ! এসব কথা মিথ্যা এবং তাঁর উপর অপবাদ! সাইয়িদ কুতুব কখনোই ব্যাপকভাবে মুসলমানদের তাকফীর করেননি। এসব কথা তো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, দূর্বল ও নিজ পক্ষ থেকে আবিষ্কৃত কথা, যা দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্য! এবং অত্যন্ত হীন চেষ্টা যা বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা ও ইনসাফের চেষ্টা করার যে চিত্র শাইখ কারদাবি এ কথাগুলোর মাধ্যমে আঁকতে চেয়েছেন তার সাথে খাপ খায় না, "সর্বাবস্থায় সাইয়িদ কুতুব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে মুখলিস বা নিষ্ঠাবান, তাঁর ইজতিহাদে তিনি পৃণ্যের অধিকারী, চাই সে ইজতিহাদ সঠিক বা বেঠিক, যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম তাঁর কেন্দ্রস্থল হবে, হবে তাঁর মনজিলে মাকসুদ ও টাগেটি।"

সাইয়িদ কুতুব তো একথা বলেছেন যে, বর্তমান যে সমাজগুলো আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করেনা, সেটা জাহেলী সমাজ। আর যেসব মুসলমান এই মানবরচিত বিধানে সন্তুষ্ট থাকে, এর সহায়তা করে এবং এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এর পতাকাতলে কাজ করে, তারা আল-ওয়ালা লিল্লাহ বা আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বতা স্থাপনকারী নয় এবং আল্লাহর শরী'আহ বা বিধানকে অঙ্গীকারকারী। আর এই পুরো বক্তব্যই সঠিক, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহর হৃকুমের মূলনীতি আবশ্যিকভাবে এটা দাবি করে যে, মুসলমানদের সামাজিক জীবন চলবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, অন্যথায় তা হবে জাহেলী সমাজ। এই দুই দিক ব্যতীত তৃতীয় আর কোন দিক নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরী'আহ ব্যতীত অন্য কোন বিধান দ্বারা ফায়সালাকারী শাসকের জন্য নিজের আত্মা ও সত্তাকে সমর্পণ করবে শক্তি ও জিদের বশবর্তী হয়ে, এধরনের লোকেদের জন্য কাজ করবে, সহায়তা করবে এবং আল্লাহর শরী'আহ কায়েমের দিকে আহবানকারী ব্যক্তির বিরোধিতা করবে, সে ঐসকল শাসকদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর কুরআনে আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআহর আয়াতসমূহ এই সকল ব্যক্তিদের জন্য নাসিহা বা উপদেশ দানকারী এই কথাটাই বুঝানোর জন্য। তবে তা তাদের জন্যই, যাদের রয়েছে অনুধবাবন করার মতো অন্তর অথবা যার রয়েছে একথা শোনার মতো কান। সাইয়িদ কুতুব কখনও ঢালাওভাবে মুসলিম উম্মাহকে তাকফীর করেননি। প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলিমকে কাফের সাব্যস্ত করেননি। এরকম কথা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। আর যে তাঁর ব্যাপারে এমন কথা বলে, তার জন্য আবশ্যিক হল, তার এমন কথা/লিখনী উপস্থাপন করা, যেটা ঢালাওভাবে উম্মাহকে তাকফীর করার উপর প্রমাণ বহন করে। আর এক্ষেত্রে কারদাবি অনুসরণ করেছেন আনসার-আল ইসলাম নামের দল এবং কম্যুনিষ্ট বা উদারপন্থী ড. মুহাম্মদ উমারাহ এর মতো ব্যক্তির। যে আগেই সাইয়িদ কুতুবের বেলায় এরকম অপবাদ আরোপ করেছিল।

আমি এবার কারদাবির বাকি আলোচনা পূর্ণ করব। কারদাবি বলেছেন-

"এই বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা গঠিত হয়েছে তাঁর আশেপাশে লোকজন ও তাঁর পরিবেশের জন্য। এই বিপ্লব সমাজকে সমূলে তাকফীর করে! সাধারণভাবে সব মানুষকেই তাকফীর করে... কেননা তারা আল্লাহর হাকিমিয়াহ তথা শাসকত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং গাইর়ল্লাহর শাসনকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে। মানব রচিত নীয়ম-নীতি, মানব প্রবর্তিত আইন ও দুনিয়াবী শৃঙ্খলাকে বিধান হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। তারা দর্শন, শিক্ষানীতি, সভ্যতানীতি, মিডিয়ানীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি- সবগুলোই গ্রহণ করেছে অমুসলিমদের থেকে। অন্তে সমাজিক সমাজ থেকে। সুতরাং তাদের উপর দ্বিনে- ইসলাম থেকে 'রিদ্দাহ' এর হৃকুম ছাড়া আর কী হৃকুম লাগানো যেতে পারে?! মুরতাদ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?!"

সাইয়িদ কুতুবের উপরোক্ত কথার মাঝে কী এমন আছে যে, কারদাবি কথাটাকে উল্লেখ করারা পর আশ্চর্যবোধক চিহ্ন (!) ব্যবহার করবেন?! মূলত ইখওয়ানের অন্যান্য সদস্যদের মতো কারদাবির মাঝেও শিবহে-ইরজাহর (ইরজায়ী আকীদাহ) আকীদা প্রবেশ করেছে। যেমন তাদের বক্তব্য, “পূর্ণ সামর্থ্য ও দৃঢ় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আমল করা যায়না”, থেকে পরিলক্ষিত হয়!

এই ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, 'নিশ্চয় যে শরী'আহর উপর আমল করতে সক্ষম এবং আমল করতে আগ্রহী, তার উপর শরীয়তের উপর আমল করা আবশ্যিক।' এটা এমন বিষয় যার ব্যাপারে ঐ মুরজিয়ারা ছাড়া আর কেউ সন্দেহ পোষন করতে পারে না, যারা আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে রাখে। আর এটা এমন এক বিষয়, যা দীর্ঘ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ব্যাপার। তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহর রহ, এই কথাটি থেকে কমপক্ষে বোঝা সম্ভব যে, ইখওয়ানীরা যুগের মুরজিয়া। যেহেতু কারদাবি অপরাপর ইখওয়ানীদের মতো ঐ কথাটি (পূর্ণ সামর্থ্য ও দৃঢ় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আমল করা যায়না) মানেন, সেহেতু তিনি সাইয়িদ কুতুবের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছেন যে, যেহেতু মানুষদের অবস্থা এরকম, তাহলে কিভাবে তিনি মানুষদের ইসলাম থেকে মুরতাদ বলে হুকুম লাগান?!

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
সুবহানআল্লাহ! এখানে আমি শাইখ আহমদ শাকির রহ. এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করছি, যা তিনি সুরা মায়িদাহর আয়াত]

আহমাদ শাকির রহ. বলেন-

ইবনে আবাস রা. থেকে বর্ণিত এই আসারগুলো নিয়ে আমাদের যুগের ইলমের দাবীদার পথভ্রষ্টকারী ও দীন-ইসলামের উপর স্পর্ধা প্রদর্শনকারীরা খেলতামাশা করে চলছে! তারা এই আসারগুলোকে ওজর সাব্যস্ত করছে! তারা মানবরচিত এসব আইন-কানুন, যা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে- সেগুলোকে বৈধতা দিচ্ছে!

আর এখানে আবু মিজলায় রা. এর আসারটি হল ইবাদিয়াহ খারেজীদের সাথে তার বিতর্কের ক্ষেত্রে এমন শাসকদের ব্যাপারে, যারা তাদের বিচারকার্যে জুলুম করে এবং কিছু মোকদ্দমায় নিজের মনের খেয়ালখুশি মতো কিংবা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর শরী'আহ অনুযায়ী বিচার করে না। খারেজীদের মাযহাব হল, কবীরাহ গুনাহয় লিপ্ত ব্যাক্তি ইসলাম থেকে বহির্ভূত-কাফের। খারেজীরা আবু মিজলায় রা. এর এই হাদিসটা পেয়ে তারা তার সাথে বিতর্ক করতে চায় যে, আবু মিজলায় রা. যেন তাদের সাথে সম্মত হোন এই সমস্ত শাসকদের কুফুরীর ব্যাপারে। যাতে এসব শাসকদের বিরুদ্ধে তরবারি উঠাতে এদের দলীল কায়েম হয়ে যায়। আর এই দুটি আসারকে ইমাম তাবারী রহ. বর্ণনা করেছেন। এগুলোর উপর আমার ভাই মাহমুদ শাকির মূল্যবান এক টীকা লিখেছেন। তাই আমি সংকল্প করেছি যে, প্রথমে তাবারীর বর্ণনা উল্লেখ করব অতঃপর উভয় আসারের উপর আমার ভাইয়ের লেখা টীকা উল্লেখ করব।

ইমাম তাবারী বর্ণনা করেন ইমরান বিন হায়দার থেকে বর্ণিত, যে তিনি বলেন, আমর বিন সাদুস গোত্রের কিছু লোক আবু মিজলায় রা. এর কাছে এসে বলল, হে আবু মিজলায়! আল্লাহর বাণী "যে ব্যাক্তি আল্লাহর নায়িলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করেনা, সে

কাফের" এর ব্যাপারে আপনার মত কি? এটা কি সত্য? আবু মিজলায বললেন, হ্যাঁ, সত্য! তারা আবার বলল, "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করেনা, তারা ফাসেক"- এটাও কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করেনা, তারা জালেম"-এটাও কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সত্য। এবার তারা বলল, সুতরাং এরা কি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে? (তাদের উদ্দেশ্য ছিল, বনী উমাইয়ার জালেম শাসকরা)। তিনি বললেন, এটা তাদের এমন দ্বীন, যার অনুসরণ তারা করে, যার কথা তারা বলে এবং যার প্রতি তারা লোকদের দাওয়াত দেয়! আর যদি তারা তাদের এই দ্বীনের কিছু ছেড়েও দেয়, তবু তারা মনে করে যে, তারা গুনাহয় লিপ্ত হয়েছে। তারা বলল, না না! আল্লাহর ক্ষম! আপনি তো এদের মাঝে পার্থক্য করে ফেলছেন! তিনি বললেন, তোমরাই এ ব্যাপারে আমার থেকে অধিক উপযুক্ত। (আবু মিজলায়ের এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, তারাই খারেজী, তিনি নন।) আমি এটা মনে করি না। অথচ তোমরা তা মনে করছ। তোমরা বিষয়টিকে জটিল করো না।

আমার ভাই সাইয়িদ মাহমুদ এই দুই বর্ণনার উপর এই টীকা লিখেছেন-

“হে আল্লাহ! তোমার কাছে পথভ্রষ্টতা থেকে পানাহ চাচ্ছি! নিশ্চয় এই যামানার আলোচক ও দাঁই নামের সন্দেহবাজ ও ফিতনাবাজরা শাসকদের জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতিরেকে মানবরচিত বিধান দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য ওজর খুঁজতে শুরু করেছে! তদ্রূপ জান-মাল, মান-সম্মান ও হত্যাকান্তসংক্রান্ত বিচারকার্যেও আল্লাহর শরীয়া ব্যতিরেকে মানব প্রবর্তিত আইনের মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পাদন করা ও মুসলিম দেশে কাফেরদের প্রণীত আইনকে শরীয়াহ বানানোর ক্ষেত্রেও ওজর খুঁজতে শুরু করেছে! যখন তারা তাবারীর এই রেওয়ায়েতদ্বয়ের ব্যাপারে অবগত হল, তখন তারা জান-মাল, মান-সম্মান ও হত্যাকান্তের বিচারকার্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতিরেকে অন্য কোন আইন দ্বারা বিচারকরণকে সঠিক বলে ফতোয়া দিতে শুরু করল। এবং এ-ও বলতে লাগল যে, সাধারণ বিচারকার্যে আল্লাহর শরীয়াহ বিরোধিতা করাটা এর সন্তুষ্টি পোষণকারী ব্যক্তি ও সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করেনা! এই দুই রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী ব্যক্তির জন্য জিজ্ঞাসাকারী এবং জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে না চিনলে তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে না।

সুতরাংঃ আবু মিজলায হলেন নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী। তিনি আলী রা. কে ভালবাসতেন। আর তাঁর গোত্র বনী শাইবানও আলী রা. এর দলভূক্ত ছিল জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনের দিন। অতঃপর যখন জঙ্গে সিফফীনের দিন দুই গ্রন্থের বিচারক একটি ফয়সালায় উপনীত হলেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে খারেজীরা আলী রা. এর দল থেকে বের হয়ে গোল, তখন আলী রা. বনু শাইবান ও বনু সাদুস বিন শাইবান বিন যাহালের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বেরিয়েছিলেন- আবু মিজলায তাদের বিরুদ্ধে আলী রা. এর সাথে ছিলেন। অপরদিকে যারা আবু মিজলাযকে কে প্রশ্ন করেছিল, তারা বনী আমরের লোক ছিল। আর তারা ছিল ইবাদিদের একটি সম্প্রদায়। হারংরিয়াহ নামক খারেজীদের নেতা আব্দুল্লাব বিন ইবাদের অনুসারী। যার আকীদাহ এই ছিল যে, নিশ্চয় যে খারেজীদের বিরোধিতা করবে, সে কাফের; মুশরিক নয়। সে হিসেবে আবু মিজলায তার গোত্রের লোকদের বিরোধিতা করলেন.....

আর এটা স্পষ্ট যে, যেসকল ইবাদিরা আবু মিজলাযকে প্রশ্ন করেছিল, তারা চাচ্ছিল সুলতানের দলভূক্ত হওয়ার কারণে উমারাদের তাকফীর করার ব্যাপারে আবু মিজলায়ের উপর দলিল চাপিয়ে দিতে। আর যেহেতু উমারাগণ কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করে ফেলতে পারেন ও আল্লাহর নিষেধ না মানতে পারেন, সেই হিসেবে আবু মিজলায তাঁর থেকে বর্ণিত প্রথম আসারের মধ্যে বলেছেন,

'তারা যদি আল্লাহর কোন আদেশকে ছেড়ে দেয়, তাহলে তারা বুবাতে পারে যে, তারা এক্ষেত্রে গুনাহগার।' এবং দ্বিতীয় আসারের মধ্যে বলেছেন, 'আর তারা যা করে, তা করার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে গুনাহগার জেনেই করে।' সুতরাং তাদের প্রশ্ন বর্তমানের বিচারিক বিদআতীরা জান-মাল, মান-সম্মান ও হত্যাকান্দের বিচারক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াহ বিরোধী যে মানবরচিত আইনের বিষয়ে দলীল দিচ্ছে, তার দলীল হবে না।

বরং তা (বর্তমানের এসব কার্যকলাপ) রাসুল সা. এর বানী অনুযায়ী আল্লাহর বিধান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন, দীন থেকে বিমুখতা এবং আল্লাহর বিধানের উপর কুফুরী বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া। আর এটা এমন কুফর, যার ব্যাপারে কোন আহলে কিবলার সন্দেহ নেই, যদিও তাদের মাঝে এধরণের ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করতে মতানৈক্য রয়েছে।

আর বর্তমানে আমাদের সামাজিক হালত হল যে, এখানে কোনধরণের বাছবিচার ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত! আল্লাহর শরীয়ত সমূলে বাতিল বলে গন্যকৃত! ইসলামের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি যে, কোন শাসক মনগড়া এমন কোন বিধান রচনা করেছে, যেটা অনুযায়ী ফায়সালাকে সে আবশ্যিক করেছে। আর আবু মিজলায়ের সময় ও তার পূর্ব ও পরে, এমন কোন শাসক গত হয়নি, যিনি নিজের মনগড়া বিধান দিয়ে ফায়সালা দিয়েছেন আল্লাহর বিধানকে অস্তীকার করে অথবা কুফুরী বিধানকে ইসলামী বিধানের উপর প্রাধান্য দিয়ে। কিন্তু এটাই বর্তমানে হচ্ছে। ইসলামী শরীয়ার উপর কুফুরী সংবিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

সুতরাং কখনোই আবু মিজলায় ও তৎকালীন খারেজীদের ঘটনাকে বর্তমানের সাথে মিলানো যাবে না। যারা এই দু'টি বর্ণনা এবং এর মত রেওয়ায়েত দ্বারা দলীল পেশ করে, এর অর্থের বিকৃতি ঘটায় এই উদ্দেশ্যে যে, সরকারকে সহায়তা করবে বা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় বাধা তৈরী করবে, তাদের হকুম হল, তারা আল্লাহর বিধান অস্তীকারকারী। এদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি অনড় থেকে দান্তিকতা প্রদর্শন করে, আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং শরীয়তে পরিবর্তন ঘটাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তাকে কুফরের হকুম দেওয়া হবে।"-তাখরিজ তাফসির আত-তাবারি, ১০

এখানে আহমাদ ও মাহমুদ শাকির রাহি, দ্বয়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাঁদের উভয়কে জায়ায়ে খাইর দান করুন। যারা তাঁদের মর্যাদার ব্যাপারে অজ্ঞ, তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি। তাঁরা হলেন হাদীস, আরবী ভাষা ও তাফসীরের জগতের দু'জন দিকপাল। এই যুগের কেউই তাঁদের বরাবর হতে পারবে না। আর কারদাবি তাঁর ইলম দিয়ে তাঁদের ইলমের এক পার্শ্বও ও কর্তৃ করতে পারবেন না।

সম্মানিত পাঠক!

আপনি একটু লক্ষ্য করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন আহমদ শাকির ও মাহমুদ শাকির রাহি, এই আসারদ্বয়কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেভাবে যদি কেউ এই আসারদ্বয়কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে সে ব্যক্তিকে ইলমের দাবীদার দরবারী কোন আলেম কি তাওবা করার কথা বলবে? যেমনটা জনৈক ইসলামী দলের নেতা 'দু'আত লা-কুযাত' নামক কিতাবে বলেছেন!!! (কিতাবটির লেখক হাসান আল হুদাইবি। হাসানুল বান্নার মৃত্যুর পর তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দ্বিতীয় "মুরশিদ" বা জেনারেল

গাইড মনোনীত হন)

অর্থ তিনি সরকারকে তাওবা করতে বলেননি, কারন তার দৃষ্টিতে সরকারের তাওবা করার কোন প্রয়োজনই নেই! অর্থ এ ধরণের সরকারের হৃকুম সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জানা।

কারদাবি আরো বলেছেন-

"বরং তার কাছে বাস্তবতা হল এই যে, তারা আদৌ ইসলামে প্রবেশ করেনি যে এদেরকে মুরতাদের হৃকুম দেওয়া হবে। ইসলামে প্রবেশের মানে হল মুখে এই দুই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হ্যরত মুহাম্মদ সা. তাঁর রাসুল। আর তারা তো শাহাদাতের মর্মই বুঝেনি! তারা বুঝেনি লা-ইলাহা ইল্লাহ হল মুসলমানদের জীবন পরিচালনার পদ্ধতি, যা তাদেরকে অন্যান্য এমনসব জাহেলদের থেকে পৃথক করে দেয়, যাদেরকে সাধারণ লোক জ্ঞানী ও সভ্য মনে করে!

আমি (কারদাবি) বলি, এধরণের বিপ্লবী চিন্তা শুধুমাত্র অন্ধকার কারাগারের ভেতর হতে পারে। মনুষ্য সমাজে নয়। বিশেষ করে মিশর ও মিশরের অধিপতি জামাল আব্দুল নাসেরের সমাজতাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও সমাজতাত্ত্বিক সমাধানের অত্যাবশ্যকীয়তা ঘোষনার পর। তদুপরি ঐ অঙ্গীকার সাব্যস্ত হওয়ার পর, যাকে কেউ কেউ কুরআনুস সাওরা বা কুরআনের বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। সাথে সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে মিশরের সম্পর্ক গড়ে উঠা ও সমরোতার পর এবং প্রচার মাধ্যম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা বিকাশের মাধ্যমগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের পর ও ঐতিহাসিক ইসলামী মিশরের চেহারা পরিবর্তনের চেষ্টার পর।"

কারদাবির উপরের কথাটার মূল বক্তব্য ও উদ্দেশ্য মিশরের নাস্তিকদের কথার অনুরূপ, যারা সাইয়িদ কুতুবের ব্যাপারে এই অপবাদ দিয়ে থাকে যে, সরকারের কাছ থেকে যে শাস্তি তিনি পেয়েছেন, কারাগারে তিনি যে অবস্থা দেখেছেন, তাঁর চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গই তারই ফলাফল। তাঁর আদর্শ মূলত সত্যাশ্রিত নয়।

আসলে এটা একটা সন্তা ওজর। যার মাধ্যমে কারদাবি বিষয়ের মৌলিক দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছেন এবং সংশ্লিষ্ট আদর্শের উপর সন্দেহের কালিমা লেপন করছেন। কিন্তু সকলেই এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চালে বিভ্রান্ত হয় না, এবং এমনো অনেকে আছে যারা এসব অপকৌশল সম্পর্কে অবগত এবং এসব কৌশল চিনতে সক্ষম। সুতরাং হে কারদাবি! আপনি যেইসব বাক্য উল্লেখ করছেন, তার উপর আপনার কতটুকু যাচাই আছে? এই বিষয়ের অশুন্দুতার উপর কোরআন হাদীস থেকে আপনার দলীল কোথায়? (জেলের ভেতর সাইয়িদ কুতুবের অবস্থা, তাঁর অভিজ্ঞতা, জামাল আব্দুল নাসেরের নির্যাতন ও বিপ্লব সংক্রান্ত অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা ছাড়া!)

সাইয়িদ কুতুব দেখতে পেয়েছিলেন, স্বয়ং কুফর আজ তার নিকাব খুলে দিয়েছে, সাধারণ জনগনকে চুপ করতে ও ভুলিয়ে রাখতে কোন প্রকার পর্দা ও ইউনিফর্মের প্রয়োজন নাই।

তারপর কারদাবি বলেছেন-

"সাইয়িদ কুতুব দেখতে পেলেন যে, তাকে একাই যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে সওয়ারী হয়ে বা পদাতিক হয়ে অথবা তলোয়ার নিয়ে। অথচ কলম ছাড়া তাঁর বিরোধীদের সাথে লড়াইয়ের জন্য ওপর কোন তরবারি তাঁর নেই! আর বিরোধীরা সংখ্যায় কতইনা বেশি! তিনি নাস্তিক, মুশরিকদের সাথে লড়াই করবেন, আল্লাহকে অস্বীকারকারী নাস্তিকদের সাথে যুদ্ধ করবেন, পৌত্রলিকদের সাথে যুদ্ধ করবেন। তিনি যুদ্ধ করবেন আহলে কিতাবী তথা ইহুদি-খৃষ্টানদের সাথে। সাথে তিনি এমনসব মুসলিমদের সাথেও যুদ্ধ করবেন, যাদেরকে জাহালাত গ্রাস করে নিয়েছে। ফলে তারা মুসলিম হয়ে বসবাস করছে ইসলাম ছাড়া। সাইয়িদ কুতুবের মেধা, প্রতিভা ও তাঁর অগ্রগামিতার ব্যাপারে আমার ঈর্ষা করা সত্ত্বেও, তাঁর প্রতি আমার বিরাট ভালবাসা ও সম্মানপ্রদর্শন, তাঁর ইখলাস ও একাকী হয়েও এমন চিন্তার ধারকবাহক হওয়ার কারনে তাঁর প্রতি আমার ঈমান থাকা সত্ত্বেও, তাঁর ইজতিহাদ ও চিন্তাপ্রসবিত কর্ম সত্ত্বেও আমি তাঁর নতুন এইসব চিন্তা-চেতনার বিরোধী। যেসব চিন্তা-চেতনায় নতুন সাইয়িদ কুতুব পুরনো সাইয়িদ কুতুবের বিরোধীতা করেছেন। যেসব চিন্তা-চেতনায় সবাইকে দূরে ঠেলে নিষ্কেপকারী বিপুরী সাইয়িদ কুতুব আগের মুসলিম দাঁই সাইয়িদ কুতুবের বিরোধীতা করেছেন। অথবা "আল-আদালাহ" বইয়ের লেখক সাইয়িদ কুতুব "আল-মা'আলিম" এর লেখক সাইয়িদ কুতুবের বিরোধীতা করেছেন।

আমি সাইয়িদ কুতুবের কতিপয় মৌলিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনা করেছি। যদিও এতে কিছু ভাই আমার নিম্না করুক। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমি যা লিখেছি এবং যা সমালোচনা করেছি, তা দ্বীনের ব্যাপারে নসীহতস্বরূপ করেছি। আল্লাহর দরবারে ওজর পেশ করতে ও আমি যা হক বুঝেছি তা বর্ণনা করতে। অন্যথায় আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, যারা ইলমকে লুকিয়ে রাখে, সত্যকে প্রকাশ করতে কুর্থাবোধ করে, দ্বীনের ব্যাপারে তিলেমি করে এবং ব্যাক্তির সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়।

আর আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, রাসুলের পর কেউই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কথা গ্রহণীয় তো কিছু কথা পরিত্যাজ্য। আর রাসুল সা. ব্যতীত ইলমে কেউই বড়ো নন। যদি কোন আলেম ভুল করেন, এতে তাঁর সম্মান কমে না তাঁর পরিপূর্ণ সৎ নিয়ত থাকলে। মুজতাহিদ ব্যক্তি ভুল করলে তিনি মাজুর। বরং তিনি একটি সওয়াব পাবেন যেমনটা হাদীস শরীফে এসেছে। এখন চাই তাঁর ভুলটা ইলমী বা আমলী মাসআলার ক্ষেত্রে হোক। কিংবা মৌলিক বা শাখাগত বিষয়ে হোক। যেমনটা বলেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তদীয় শাগরিদ ইবনে কায়্যিম আল-জাওয়্যিয়াহ ও অন্যান্য আলেমগণ।

আর আমি তাঁর নব্য চিন্তাভাবনার যেই দিকটাকে বিপদজনক মনে করে সেটা হল, তাকফীরের প্রতি তাঁর ঝোঁক। এবং এক্ষেত্রে তার বেশি বাড়াবাড়ি। এমনকি পাঠকশ্রেণী তাঁর রচিত কিতাব "তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন" এর বিভিন্ন স্থানে এবং তাঁর কিতাব "মা'আলিম ফিত-ত্বারিক" এর মাঝেও তাঁর বাহ্যিক কথা দ্বারা বুঝে যে, বর্তমান প্রতিটি সমাজ জাহেলী হয়ে গেছে। আর জাহেলী দ্বারা তিনি কর্মগত ও পছাগত জাহালাত বুঝাননি, বরং আকীদাগত জাহালাত বুঝিয়েছেন। আর তা হল কুফর ও শিরক। কারন এই সমাজ আল্লাহর হাকিমিয়াহ কামনা করেনি, বরং আল্লাহর সাথে অন্যকে ইলাহ সাব্যস্ত করে নিয়েছে এবং তাদের থেকে নিয়ম-কানুন, নৈতিকতা-মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা ও বুঝাকে গ্রহণ করেছে। আর এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর শরীয়ত, আল্লাহর কিতাব কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহকে পরিবর্তন করে ফেলেছে।"

এখানে তো বাস্তবতার বিরোধী কিছু নেই। এই সমাজ (সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিক নয়) আল্লাহর নায়িলকৃত বিধান ছাড়া

অন্য বিধানের বেলায় সন্তুষ্ট হয়েছে। (এতে কি কোন সন্দেহ আছে?)

আল্লাহর শরী'আহকে বদলে নিয়েছে। (এতে কি কোন সন্দেহ আছে?)

আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের সাথে যুদ্ধ করেছে। (এতে কি কোন সন্দেহ আছে?)

এই সমাজ কুফরি ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে, যদিও এই সমাজের প্রত্যেক নাগরিক কুফরি করেন। আর এটা সাইয়িদ কুতুব কখনও বলেননি। অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক নাগরিককে কাফের সাব্যস্ত করেননি। কিন্তু এই সমাজের কুফরি ব্যবস্থাপনার কুফুরির ব্যাপারে তো আল্লাহ, আল্লাহর রাসুলের উপর ঈমান আনয়নকারী ও যার মাঝে ন্যূনতম জ্ঞান-বুদ্ধি আছে সে সন্দেহ করতে পারেন। আশর্যের ব্যাপার হল যে, এখানে তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা হয়নি। অথচ ভাবখানা এমন যে সাইয়িদ কুতুব এখানে শরী'আহর বিরোধী কোন কিছু উপস্থাপন করেছেন।

আজীব! দুর্বল, প্রত্যাখ্যানযোগ্য কৌশল!

কারদাবি বলেছেন-

"আর এই অবস্থার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, সাধারণ মুসলিমদের ক্ষেত্রে জরুরী এটা নয় যে, ইসলামের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইননীতি ইত্যাদি বিধান তাদের সামনে পেশ করতে হবে। কারন, এগুলো দিয়ে প্রকৃত মুমিনরাই উপকার হাসিল করতে পারবে। আর যে এগুলোর উপর এখনো বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তার সামনে প্রথমে আকীদার দাওয়াত পেশ করতে হবে। যাতে সে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে, ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে, মুহাম্মদ সা. কে রাসুল হিসেবে মানে আর শরী'আহকে হাকিম তথা শাসক হিসেবে গ্রহণ করে।"

দেখুন সাইয়িদ কুতুব এব্যাপারে কী বলেছেন। তিনি বলেছেন, দায়ির জন্য আবশ্যিক হল, মানুষকে প্রথমে তাওহীদ ও তার উপর অটল থাকার দাওয়াহ দিবে। যাতে তার মর্ম মানুষের হৃদয়ে দৃঢ় হয়ে পড়ে। এমনভাবে দাওয়াহ দিবে যে, এই তিক্ত বাস্তবতা মানুষের মন্তিক্ষে স্থির হওয়া জ্ঞান-বুদ্ধিকে নাড়িয়ে দেবে। আর তাওহীদের প্রকৃত অর্থ বুঝার পর অন্তরে যে জং ধরেছিল তা বেরিয়ে আসবে। তা হাজারবার দূর হয়ে যাবে যদি আমরা ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা, ইসলামের রহমত ইত্যাদি সামাজিক বিষয়বালী আলোচনা করি।

কারদাবি বলেছেন,

"আর এই দিকেই তিনি তাঁর "মা'আলিম" নামক কিতাবে এবং "আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হায়ারাত" এর একটা অধ্যায়ে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি আমাদের বর্তমান সমাজকে রাসুলের মক্কী জীবনের সাথে তুলনা করেছেন। তখন রাসুল সা. বিধান ও শাসনব্যবস্থার দাওয়াত দেননি। বরং তাদের সামনে আকীদা ও তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন।"

এই বক্তব্যের মাঝে ভুলটা কোথায়? তিনি তো ঢালাওভাবে মুসলিমদের তাকফীর করেননি। বরং তিনি মানুষের অবস্থা থেকে এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রথমে তাদেরকে তাওহীদ ও তা মানুষের অন্তরে নবায়নের দাওয়াত দিয়েছেন। আর এমনটাই তিনি করেছেন। আর এমনটা তো আগে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী রহ. করেছেন। মানুষকে কবরপূজা বর্জন ও শরী'আহর কাছে বিচার কামনা করার দাওয়াত দিয়েছেন। এই জন্য কি বলা হবে যে তিনিও উম্মাহকে তাকফির করলেন?!

কারদাবি আরো অগ্রসর হয়ে বলেছেন,

"এমনি ভাবে সাইয়েদ কুতুব মনে করতেন, বর্তমান আলেমরা ইসলামী ফিকহের উন্নয়ন ও নবায়ন এবং ইজতিহাদের প্রচলন নামে যে চেষ্টা চালাচ্ছেন, এতে কোন ফায়দা নেই। যতক্ষণ মুসলিম সমাজ অনুপস্থিত থাকবে। প্রথমে একটি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরপর ইসলামের আলোকে আমরা এর সমস্যা সমাধানে চেষ্টা চালিয়ে যাব। আর আমি ইজতিহাদের ব্যাপারে তার যে মত, একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে শরীয়তে ইজতিহাদের কোন প্রয়োজন নেই- এটার সমালোচনা করেছি আমার বই "আল ইজতিহাদ ফিশ শারি'আতিল ইসলামিয়াহ" তে। এবং তাঁর এই চিন্তার অসারতা দলীল সহ বর্ণনা করেছি।

তদ্রপ আমি সাইয়েদ কুতুবের ইজতিহাদ বিষয়ক মতের সমালোচনা করার সাথে সাথে জিহাদ নিয়ে তার আদর্শের ও সমালোচনা করেছি। বিশেষ করে তিনি ইসলামী ফিকহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেছেন। এতে তিনি সমসাময়িক ফকীহ ও দাঙ্ডের বিরোধীতা করে এই আহবান করেন যে, মুসলিমদের আজ পুরো পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা আমাদের অধীনস্থ হয়ে জিয়িয়া প্রদান না করবে।

আর এই ক্ষেত্রে তিনি সুরা তাওবার আয়াতসমূহকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। যাকে অনেকেই আয়াতুস সাইফ বা তলোয়ারের আয়াত বলে নামকরণ করেছেন। তবে তিনি অনেক আয়াতের বিরোধীতা করতে মোটেও পরোয়া করেননি, যেগুলো শান্তি বা চুক্তির আহবান করে। যেগুলো আমাদেরকে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই কিতালের নির্দেশ দেয়, যারা আমাদের সাথে কিতাল করে। যারা আমদের সাথে কিতাল করেনা ও আমাদের থেকে দূরে থাকে ও আমাদের দিকে সন্ধিচুক্তির জন্য হাত সম্প্রসারণ করে, তাদের থেকে হাত গুটাতে বলে। যে আয়াতগুলো আমাদের বিরোধীদের ন্যায় ও কল্যাণের দাওয়াত দেওয়ার সবক দেয়, যখন তারা আমাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে লড়াই না করে চুক্তি করে এবং যারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিক্ষার করেনি এবং এতে সাহায্য ও করেনি।"

সুবহানআল্লাহ! শাইখ কারদাবি একদম সুস্পষ্টভাবে এখানে বলছেন যে, কুরআনের কিছু আয়াত অপর কতক আয়াতের মুখালিফ বা বিরোধপূর্ণ! আবার দলীল হিসেবে কি সুরা তাওবার আয়াতগুলো যথেষ্ট নয়?! শাইখ কারদাবি এখানে 'অনেকে' বলে তাদের নাম অস্পষ্ট রেখেছেন। অথচ তারা হলেন ইবনুল কাইয়িম, ইবনে কাসীর সহ প্রখ্যাত মুফাসসিরগন। সুতরাং চিন্তা করুন!

তদ্রপ কারদাবি তার বক্তব্য "অনেক আয়াতের বিরোধীতা" এর দ্বারা কি সুরা তাওবার আয়াতের বিরোধীতা বুঝাতে চেয়েছেন? যেটা তাঁর ভাষাশেলী থেকে বুঝা যায়! নাকি এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, সাইয়েদ কুতুব সুরা তাওবার আয়াতগুলোর যে মর্ম উদঘাটন করেছেন, সেটা কুরআন বিরোধী? আবার তিনি নিজে এসব আয়াতের সঠিক মর্মটি উল্লেখ করেননি। শুধু এতোটুকুই বলেছেন যে, এখানে তাওবার মুখালিফ আরো আয়াত আছে! (আল্লাহই ভালো জানেন) আবার তিনি বর্তমানে আক্রমনাত্মক জিহাদকে অবৈধ

বলছেন। অর্থ শরীয়তে চিরস্থিরকৃত মত হল, এটা দ্বিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বরং এটা দ্বিনের আবশ্যিকীয় বিষয়াবলীর একটি। যেমনটা রাসুল সা. ও চার খলীফার জীবনীতে পাওয়া যায়। আর পারস্য ও রোম, যাদের উপত আক্রমণাত্মক হামলা করা হয়েছে- এসব জিহাদ কোথায়? এগুলোর ব্যাপারে তিনি কী বলবেন? মূলত এটা হল প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর প্রবৃত্তি তার সাথীকে একেবারে ধূংস করে ছাড়ে।

কারদাবি তার নিজের কথার সমর্থনে বলেছেন,

"একথার উপর কুরআনের অসংখ্য আয়াত প্রমান বহন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো তাদের সাথে, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, এবং তোমর সীমালঙ্ঘন করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেননা তোমরা তাদেরকে যেখায় পাও, সেখায় হত্যা কর। তোমরা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক আর তোমরা তাদের সাথে মাসজিদুল হারামের কাছে লড়াই করোনা যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখায় লড়াই করে। যদি তারা সেখায় তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তোমরাও লড়াই করো।" -সুরা বাকুরা, আয়াত- ১৯০-১৯১/

আর যদি তারা তোমাদের থেকে দূরে থাকে, লড়াই না করে এবং শান্তিচুক্তি করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের জন্য কোন সুযোগ রাখেননি। -সুরা নিসা, ৯০।

যদি তারা তোমাদের তোমাদের থেকে দূরে না থাকে, তোমাদের সাথে সন্ধিচুক্তি না করে এবং স্বীয় হাতকে বিরত না রাখে, তাহলে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও সেখানে হত্যা কর।- সুরা নিসা, আয়াত-৯১

আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। -সুরা আনফাল, আয়াত- ৬১

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিকার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। -সুরা মুমতাহিনা, আয়াত-৮

এই আয়াতগুলো সত্য, এতে কোনপ্রকার সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এগুলোর প্রয়োগ হবে। এখানকার আয়াতগুলো উল্লেখিত আহকামের স্তরানুক্রমিকভাবে প্রয়োগ হবে। আয়াতগুলো তার নির্দিষ্ট হকুমের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

"কিন্তু সাইয়িদ কুতুব সাহেব অত্যন্ত সহজভাবে এই সব আয়াত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছেন তার এই কথার মাধ্যমে যে, প্রাথমিক অবস্থায় এইসব আয়াত আমলযোগ্য ছিল। পরবর্তীতে এগুলোর আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর আমাদেরকে শেষ অবস্থা থেকেই শিক্ষা নিতে হবে, যে পরবর্তী অবস্থাকে আগেকার তাফসীর বিশারদগণ 'নাসখ' বা রহিতকরণ বলে ব্যক্ত করেন। 'তাদের' বক্তব্য হল, এসব আয়াতগুলোকে আয়াতুস সাইফ বা হত্যানির্দেশক আয়াতসমূহ নাসখ বা রহিত করে দিয়েছে।"

'তাদের' বলতে আপনি কাদের বুঝাচ্ছেন হে শাইখ কারদাবি? আপনি 'তাদের' নাম উল্লেখ করছেননা কেন? তাদের নামকে কেন

আপনি ডাষ্টবিনে ছঁড়ে মারছেন? 'তাদের' বলে কেন তাঁদের নামকে অস্পষ্ট রাখছেন, অথচ তাঁরা হলেন নিজ নিজ যুগের তাফসীর শাস্ত্রের বড়ো বড়ো পিতিগন?! আবার তাঁদেরকে অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন কেন?

আবার আপনি সম্পূর্ণ অত্যাচারমূলকভাবে সাইয়িদ কুতুবের উপর হামলে পড়ে বলছেন যে, তিনি নাকি বড়ো বড়ো মুহাদ্দিসীন ওলামাদের উপর হামলা করেছেন?!!!

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! সাইয়িদ কুতুব উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলোর ব্যাপারে নাসখ এর কথা বলে নিজেকে মুক্ত করে নেননি, বরং আপনি সাইয়িদ কুতুবের কিতাবগুলো পড়লে দেখতে পাবেন যে, সাইয়িদ কুতুব এর উপর যেসব আয়াতের বেলায় তিনি নাসখ এর দাবি করেছেন বলে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেসব আয়াতের বেলায় তিনি ঢালাওভাবে নাসখ এর মতাবলম্বী নন।

বরং আপনি সুরা তাওবার আয়াতুস সাইফ বা হত্যানির্দেশক আয়াতগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন কোনপ্রকার নাসখ এর দাবি করা ছাড়াই হে কারদাবি! কেননা পূর্ববর্তী আয়াত কখনও পরবর্তী আয়াতকে নাসখ করতে পারেনা! এরপরও আপনি কোন দলীল ছাড়াই নিজেকে মুক্ত করে নিলেন হে শাইখ কারদাবি?!

কারদাবি আরো বলেছেন,

"আর আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে সাইয়িদ কুতুব কুরআনের এসব আয়াতকে আয়াতুস সাইফের মাধ্যমে একেবারে বেকার করে দিচ্ছেন! অথচ তিনি একজন কুরআন গবেষণাকারী ব্যক্তি, যাঁর ব্যাখ্যা ও চিন্তার সুশীতল ছায়ায় তিনি কাটিয়েছেন দীর্ঘ সময়। সুতরাং যখন এই আয়াতগুলোর অর্থ বেকার সাব্যস্ত হল এবং এর প্রয়োগক্ষেত্রে ও ভুকুম বাতিল গণ্য হল, তাহলে কুরআনে এর শব্দ অবশিষ্ট থাকার কি অর্থ?!"

পূর্বের আলোচনায় যাদের বুঝে আসেনি তাদের জন্য আবার বলছি। সাইয়েদ কুতুব কোন আয়াতকেই বেকার সাব্যস্ত করেননি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি মনে করেন প্রত্যেক আয়াতের উপর তার নির্দিষ্ট স্থানেই আমল করা হবে। সুতরাং "তোমাদের হাতকে বিরত রাখো"- এই আয়াত তার নির্দিষ্ট স্থানেই কার্যকরী হবে। "সেসকল মানুষদের লড়াই করার অনুমতি প্রদান করা হল, যাদের সাথে লড়াই করা হয় এই হিসেবে যে, তারা মজলুম"- এই আয়াত তার নির্দিষ্ট স্থানেই কার্যকরী হবে। "যারা তোমাদের সাথে লড়ে তাদের সাথে লড়াই করো"- "মুশরিকদের সবাইকে হত্যা করো" এসব প্রত্যেক আয়াতকেই তার নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং এখানে বিরোধটা কোথায় হে নিজ যামানার ফর্কীহ?!

কারদাবি বলেছেন,

"সাইয়িদ কুতুব বলেন যে, আমরা আমাদের ধর্মীয় আকীদাকে মানুষের উপর চাপিয়ে দিব না। কেননা দীনের মাঝে কোন জবরদস্তি নেই। কিন্তু আমরা তাদের উপর আমাদের শাসনব্যবস্থা ও শরীয়তকে চাপিয়ে দিব। যাতে তারা এর ছায়াতলে ইনসাফের সাথে স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে পারে।

কিন্তু আমরা তখন কি উত্তর দিব যখন মানুষ বলবে, আমরা আমাদের শাসন ব্যবস্থা নির্বাচনে ইচ্ছাধীন। সুতরাং তোমরা কেন

তোমাদের শাসনব্যবস্থাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছ? আর নিচয় যে বিষয় মানুষের উপর তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেটাকে তারা ঘূনা করে। সেটা থেকে পলায়ন করে। যদিও তা তরল মিষ্টজাতীয় কিছু হয় না কেন!"

আমরা মানুষদের তাই বলব, একবার নয় হাজার বার- খোদার পক্ষ থেকে যেই প্রত্যাদেশ রাসুল সা. এর কাছে এসেছে যে, যতক্ষণ আমাদের সামর্থ্য থাকবে আমরা আল্লাহর বিচারব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন শাসনব্যবস্থার উপর কখনোই সন্তুষ্ট হব না, এবং এ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাবো। আর যদি এর পরিবর্তনে আমরা সক্ষম না হই, তবে আল্লাহ আমাদের সামর্থ্যের বাইরে কিছুই চাপিয়ে দেন না!!

কারদাবি আরো বলেছেন,

"আর তখন হকুম কি হবে যখন আমরা ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুর্তিপূজকরা ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী, আর তোমরা মুসলিমরা দুর্বল এবং সংখ্যায় নগন্য! তোমরা কি এটা মেনে নিবে যে, আমরা জোরপূর্বক তোমাদের উপর আমাদের শাসন ব্যবস্থা ও জীবন পরিচালনার পদ্ধতি চাপিয়ে দিই? যেমনটা বর্তমান আমেরিকা করছে গোটা বিশ্বের মধ্যে!"

এই ক্ষেত্রে ফতোয়া চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এটাই বাস্তবতা হে উম্মাহর ফকীহ! কেননা আজ তারা আমাদের উপর তাদের বিধানকে চাপিয়ে দিচ্ছে। আপনার কি এই দিকে কোন ঝুক্ষেপ নেই? নাকি আপনি এটা দাবি করছেন যে, ইহুদী-খ্রিস্টানরা মুসলিমদের নিজস্ব বিধান দিয়ে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে? পৃথিবীর কোথায় এমনটা হয়েছে? কেন এই ধূম্রজাল আর বিভ্রান্তি!

কারদাবি বলেছেন,

"আর আমরা সাইয়িদ কুতুবের যেসকল বিষয়াবলী অসমর্থন করি, সেগুলোর একটি হল এই যে, তিনি তাঁর সমকালীন প্রতিপক্ষ আলেমদের দুইটি বিষয়ে দোষারোপ করেন। একঃ সরলতা, উদাসীনতা ও নির্বুদ্ধিতা। এছাড়াও এমন কিছু বিষয়, যেগুলো পরিচিতি ও জ্ঞান-বুদ্ধিহীনতার সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয়ঃ হতাশা, ব্যক্তিগত দুর্বলতা, বর্তমান পশ্চিমা বাস্তবিক চাপের সামনে ব্যক্তিগত পরাজয়। চক্রান্তকারী প্রাচ্যবাদের প্রভাব- যা ব্যক্তিগত ও চরিত্রগত দিকের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর তিনি যাদেরকে দোষারোপ করেন, তাঁরা হচ্ছেন ইলম, ফিকহ, দাওয়াহ সহ সকল ময়দানে উম্মাহর বড়ো বড়ো বিদ্বান। শাইখ মুহাম্মদ আবদুহ থেকে শুরু করে শাইখ রশীদ রেয়া, জামালুন্দীন আল-কাসিমী, শাইখ মুহাম্মদ মুস্তফা মারাগী, শাইখ মাহমুদ শালতুত, শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ, শাইখ আহমাদ ইব্রাহিম, শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব খালাফ, শাইখ আলী আল-খাফীফ, শাইখ মুহাম্মদ আবু যাহরা, শাইখ ইউসুফ মূসা, শাইখ মুহাম্মদ আল-মাদানী, শাইখ মুহাম্মদ মুস্তফা শালবী, শাইখ মুহাম্মদ আল-বাহী, শাইখ হাসানুল বাহু, শাইখ মোস্তফা আস-সিবারী, শাইখ মুস্তফা আয়-যারকু, শাইখ মুহাম্মদ মোবারক, শাইখ আলী তানতাবী, শাইখ মা'রফ আদ-দাওয়ালিবী, শাইখ বাহী আল-খাওলী, শাইখ মুহাম্মদ আল-গায়ালী, শাইখ সায়িদ সাবিকু, শাইখ আলাল আল-ফাসী, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ মাহমুদ, শাইখ মুহাম্মদ ফাতহী উসমান সহ অপরাপর আলেমে দ্বীন।

এ যাবত যাঁদের কথা বলা হল, তার মধ্যে ঐ সকল কলামিষ্ট ও সভ্য চিন্তাবিদদের কথা বলা হয়নি যাঁরা শর্যায়ী জ্ঞানের তেমন ধারণা রাখেনা। যেমন ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল, আবুস আল-আকাদ, মাহমুদ ফরীদ ওয়াজদী, আহমদ আমীন, মাহমুদ শেত খাতাব, আব্দুর রাহমান আয়াম, জামালুন্দীন মাহফুজ, মুহাম্মাদ ফারাজ ছাড়াও আরবের অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ।"

সাইয়িদ কুতুব নির্দিষ্টভাবে কারো নামই চিহ্নিত করেননি। এতদসত্ত্বেও নামগুলো উল্লেখ করা হল। একটা সন্তা কৌশল। তিনি শুধু এতুকু বলেছেন যে, এখানে অনেক 'পরিত্র' ব্যক্তি আছেন। 'পরিত্র' শব্দটিকে বন্ধনীর মাঝে এনেছেন, যাতে এতে কিছু মানবের উদাসীনতার ব্যাপারটা বুঝে আসে। নাম চিহ্নিত করা কারদাবির কাজ, সাইয়িদ কুতুবের নয়। তিনি এ ধরণের হীন কাজ থেকে অনেক উর্ধ্বে।

কারদাবি আরো বলেছেন,

"আর ড. মুহাম্মাদ মাহদী আল-বদরী ভাই আমাকে বলেছেন যে, সায়িদ কুতুবের নিকটতম একজন ইখওয়ান কর্মী, যিনি কুতুব শহীদের সাথে ১৯৬৫ সালের বিপর্যয়ে একইসঙ্গে জেলে ছিলেন, তিনি ড. বদরীকে বলেছেন যে, সাইয়িদ কুতুব রহ. এ কর্মীকে বলেছেন, যেসব কিতাব আমার সঠিক আদর্শ বহন করে, সেগুলো হচ্ছে আমার শেষদিকের কিতাবগুলো। 'আল-মা'আলিম' ও 'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন'র শেষের খণ্ডগুলো এবং এই কিতাবের দ্বিতীয় সংক্রান্তের প্রাথমিক খণ্ডগুলো, 'খাসাইসুত তাসাওয়িরিল ইসলামী ওয়া মুফাওয়িমাতুহ' ও 'আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হায়ারাহ' ইত্যাদি যে কিতাবগুলো তিনি জেলে থাকালীন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। আর তাঁর পুরনো কিতাবাদি, সেগুল তাঁর আদর্শ বহন করেন। সেগুলো বেশি থেকে বেশি ইতিহাস বহন করে।

তখন তাঁর ঐ ছাত্র তাঁকে বললেন, তাহলে তো ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতো আপনার দু'টি মাযহাব। একটি নতুন, আরেকটি পুরাতন। আর আপনি আপনার নতুন মাযহাবটিকে গ্রহণ করেন, আর পুরাতনটিকে পরিত্যাগ করেন?! তো সাইয়িদ কুতুব সাহেব বলেন, হ্যাঁ! আমি পরিবর্তন করেছি যেমনটি পরিবর্তন করেছেন ইমাম শাফিয়ী রহ.। তবে ইমাম শাফিয়ী রহ. ফুরু' তথা শাখাগত মাসআলার মাঝে পরিবর্তন করেছেন আর আমি উসুল তথা মৌলিক মাসআলার মাঝে পরিবর্তন এনেছি!

সুতরাং মানুষটা বুঝতে পারছেন তাঁর চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সীমানাকে! এই পরিবর্তন ছিল মৌলিক বা স্ট্রাটেজিক পরিবর্তন, যা তাঁর মতাদর্শীরা বলে থাকে!"

এটা একটা দুর্বল কথা ও অজ্ঞাত কাহিনী। একে প্রমান হিসাবে উপস্থাপন করা যায় না। সাইয়িদ কুতুবের পুরাতন কিতাবাদির মধ্যে এমন অনেক কিছুই ছিল অনেসলামিক আদর্শ বহন করত। এমন অনেক কিছু ছিল যা আবুস আল-আকাদ, ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকালের আদর্শের মতো ছিল। যাদের ব্যাপারে স্বয়ং কারদাবি-ই বলছে যে তারা 'এমন সভ্য কলামিষ্ট, যাঁরা শরীয়তের ব্যাপারে তেমন ভাল জ্ঞান রাখেননা'। এই কারনেই সাইয়িদ কুতুব তাঁর পুরাতন কিতাবাদি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর নতুন কিতাবগুলোকে রচনা করেছেন। এগুলোর আদর্শ লালন করেছেন। আর তাঁর উসুলে পরিবর্তন ঘটানোর বাস্তবতা হল, তিনি উসুলের বুঝের মাঝে পরিবর্তন করেছেন। যেমন শাফিয়ী রহ. ফুরু' বা শাখাগত বিষয়ে তাঁর ইজতিহাদে পরিবর্তন করেছেন। এখানে শাফিয়ী রহ. বলেননি যে, তিনি

ମୌଲିକଭାବେ ଶାଖାଗତ ମାସଆଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଦିଯେଛେନ । ବରଂ ତିନି ତାଁର ଇଜତିହାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଛେନ । ଠିକ୍ ତେମନି ସାଇୟିଦ କୁତୁବ ଏର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାତେ ଚେଯେଛେନ ଯେ, ଉସ୍ତୁଲ ଛିଲ ଏବଂ ଚିରକାଳ ଆପନ ଅବସ୍ଥାଯ ବହାଲ ଥାକବେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଏଥିନ ତାର ହାକୀକତ ବୁଝାତେ ପେରେଛେନ । ଶାଇଖ କାରଦାବି ଯେ ବର୍ଣନା ଦିଯେଛେନ, ବିଷୟଟି ତେମନ ନୟ ଯେ, ତିନି ଉମ୍ମାହର ଦ୍ୱାରେ ଉସ୍ତୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଦିଯେଛେନ ।

ଆମି ବଲି-

ଆପନି ଉମ୍ମାହର ଏକ ବଡ଼ ଆଲେମକେ ନିଯେ ବଲେଛେନ ଏମନ କିଛୁ କଥା ଯେ କଥାର ମାରୋ ନେଇ କୋନ ଶରମ-ହାୟା,

ଆପନି ତୋ ଏମନ ଏକ ପଣ୍ୟକେ ବିକାତେ ଚାନ, ଯେଟାକେ ଆଗେଇ ଆମରା ଚିନତେ ଭୁଲ କରିନି ଯେ, ଏଟା ସେଇ ସେ ଇରଜା ।

[1] ସାଇୟିଦ ଆବୁଲ ଆ'ଲା ମଓଦୁଦୀ ବେଶ କିଛୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆହଲୁସ ସୁନ୍ନାହର ଆକ୍ରମୀଦା ଓ ମାନହାଜ ଥେକେ ବିଚୁତ ହେଯେଛିଲେନ । ବିଶେଷ କରେ ସାହାବାୟେ କେରାମେର ରାଃ ବ୍ୟାପାରେ ତିନି ଏମନ କିଛୁ ଅବସ୍ଥାନ ନିଯେଛେନ ଯା ଏକେବାରେଇ ଆହଲୁସ ସୁନ୍ନାହର ଅବସ୍ଥାନେର ବିପରୀତ, ଏବଂ ଯା ମାରାତ୍ମକ ଫିତନାର ଦରଜା ଖୁଲେ ଦେଯ ।